বি ডি আর এবং এক ব্রিগেডিয়ারের(অবঃ) প্রতি খোলা চিঠি

বি ডি আর এর হত্যাযজ্ঞের পরে অনেকেই আমার ধারনা জানতে চেয়েছিলেন। আমার পরিচিত অনেকেই জানেন যে, আমি সেনাবাহিনী'র বর্তমান ও অতীত সম্পর্কে যথেষ্ট খবর রাখি। আমি আমার ধারনা শুধুমাত্র ঘনিষ্ট মহলের কাছে বলেছিলাম। অনেকেই বিভিন্ন ব্লগ ও গুজবের রেফারেন্স দিয়ে তাদের মতামত বলেছিলেন। কোন রকম তর্কে না জড়িয়ে, আমি একটা কথাই বলেছি, আমি বাস্তবসম্মত দ্রুত সময়ে কঠিনতম শাস্তি চাই।

সম্প্রতি আমার এক বড় ভাই, জনৈক ব্রিগেডিয়ারের(অবঃ) এর নিজস্ব অনুসন্ধান এর বিরাট রিপোর্ট, ই মেইল করে পাঠিয়েছেন, আমার মতামত জানার জন্য। ই মেইল এর প্রথম কয়েক পাতা পড়ে আমার মনে হলো, সচেতন নাগরিক হিসাবে আমার অন্তত কিছু লেখা উচিত।

"প্রিয় ব্রিগেডিয়ার, আপনি শুরুতেই প্রশ্ন করেছিলেন যে, কেন এত দেরীতে আর্মি পাঠানো হয়েছিল?

বাস্তব হচ্ছে, আর্মি কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পাঠানো হয়েছিলো (আপনার ভাল করেই জানা উচিত, অফিশিয়াল আর্ডার পাওয়ার পরে, একটি ব্যাটালিয়ান কে ব্যাটালরেডি করে পাঠাতে কমপক্ষে দুই থেকে তিন ঘন্টা লাগে)।

আর্মি ইউনিট, বি ডি আর এর জিগাতলা গেট এর কাছে গেলে তাদের উপর বি ডি আর গুলি বর্ষন করে। এতে এক জন আর্মি জোয়ান ও পাচজন সিভিলিয়ান নিহত হন। একই সময়ে বি ডি আর এর উপর চক্করদানরত বেল হেলিকপ্টার এর উপর হেভি মেশিনগান থেকে গুলি করা হলে, হেলিকপ্টারটি অনেক উচুতে উঠে যেতে বাধ্য হয়। তার পর পর'ই আর্মি কে জিগাতলা মোড় থেকে সরিয়ে আবাহনী মাঠে প্রস্তুত রাখা হয়। আপনি আর্কাইভ এ, ২৬ ফেব্রুয়ারীর পেপার গুলি থেকে এর সত্যতা যাচাই করতে পারেন।

আপনার মতে, আনসার বিদ্রোহের মত, বি ডি আর এর বিদ্রোহ আধা ঘন্টায় দমন করা যেত! আনসার আর বি ডি আর এর মদ্ধে গুনগত, প্রশিক্ষন ও অস্ত্রের পার্থক্য যে কত বিশাল তা বুঝতে ব্রিগেডিয়ার হওয়ার প্রয়োজন হয় না।

বি ডি আর এর ফাইটিং ক্যাপাসিটি, যে কোন আর্মি ইনফ্যান্ট্রি ইউনিট এর মতই তা ১৯৭১ সাল থেকেই প্রমানিত। তাই আর্মার, এয়ার বা আর্টিলারী সাপোর্ট ব্যাতীত পিলখানা বি ডি আর এ আক্রমন যে কার্যকরী হবে না তা বুঝতে পেরেই আর্মি কে সাময়িক ভাবে জিগাতলা মোড় থেকে সরিয়ে আবাহনী মাঠে প্রস্তুত রাখা হয়।

আপনি রৌমারী তে বি ডি আর এর সাথে বি এস এফ এর সংঘর্ষের উল্লেখ করে বলেছেন যে ৫০ জন (যে কোন সীমান্ত ফাড়ি তে বি ডি আর এর সংখ্যা) বি ডি আর এর হাতে ১৫০ জন বি এস এফ নিহত হয়েছিল (এস বি এস টি ভি'র মতে ৩০

জন)। আবার কয়েক প্যারাগ্রাফ পরেই আপনি দাবী করেছেন ৫০০ আর্মি, আধা ঘন্টার মধ্যেই বিদ্রোহ দমন করতে পারতো। প্লীজ, গিফ মি আ ব্রেক!

২৫ ফেব্রুয়ারী পীলখানার ভিতর অন্তত ৫০০০ থেকে ৭০০০ বি ডি আর ছিল, যাদের অনেকেই সুরক্ষিত অবস্তানে হেভী মেশিন গান, রিকয়লেস রাইফেল (এক ধরনের কামান) সহ প্রস্তুত ছিল। তাই সেই মূহুর্তে আপনার থিয়রী অনূযায়ী আক্রমন করলে তার ফল কি হোত তা সহজেই অনুমান করা যায়। আপনার মত একজন গুনী (!) মানূষের কাছে আমাদের প্রত্যাশা, আরো অনেক উচুদরের বিশ্লেষন, স্ববিরোধিতা নয়।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কি এমন কোন দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবেন, যেখানে তারা আধা ঘন্টা'র মধ্যে এই পর্যায়ের বড় কোন বিদ্রোহ দমন করতে পেরেছিল? 'আধা ঘন্টা' তো দুরের কথা, এক দিনে এই ধরনের কোন বিদ্রোহ দমন করেছিল। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর আর্মির চেইন অফ কমান্ডের আড়াই মাস লেগেছিল শুধু রিয়েক্ট করতে (তা ও সম্ভব হয়েছিলো, ৪৬ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিলের উদ্যোগের জন্যই)।

জিয়াউর রহমান হত্যার পর বিদ্রোহ দমন করা হয়নি, অনান্য ক্যান্টনমেন্ট, বিশেষ করে ঢাকা থেকে সেনাসদর এর সমর্থন না পাওয়ায় বিদ্রোহ স্তিমিত এবং শেষ পর্যন্ত ব্যার্থ হয়ে যায়। ১৯৭৭ সালের অক্টোবরে জাপানী প্লেন হাইজ্যাক এর সময়, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এর নাকের ডগায় ততকালীন এয়ারপোর্ট এ ১১ জন বিমান বাহিনীর সিনিয়র অফিসার/পাইলটকে হত্যা করা হয়। টিভি দেখে সমস্ত জাতি আচ করতে পারলেও, তাদের রক্ষা করতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কিছুই করতে পারেনি এটাই বাস্তব। আপনি কি শুধু 'হাইপোথিসিস' না দিয়ে, বাস্তব কোন উদাহরন দিতে পারবেন?

সেনাবাহিনী'র অফিসার হত্যার সাথে তাপস জড়িত থাকার কারন হিসাবে আপনি সেনাবাহিনীর উপর তাপসের 'গ্রাজ' এর কথা বলেছেন, কারন, তার বাবা মাকে সেনাবাহিনী হত্যা করেছিল! হাসিনার গ্রাজ এর কথা বলতে খেয়াল কি ছিল না?

আমি জানিনা, ১৫ আগষ্ট ৭৫ এ আপনার ভূমিকা কি ছিল, তবে, এটা বুঝতে পারছি, আপনার মধ্যে 'সেলেক্টিভ মেমোরি লস' এর প্রচুর লক্ষন বিদ্যমান। কারন ৭৫ এর হত্যাকান্ড সেনাবাহিনী করেনি, সেনাবাহিনীর কিছু উচ্ছৃংখল অফিসার চেইন অফ কমান্ডের বাইরে গিয়ে সেই জঘন্য হত্যাকান্ড ঘটিয়েছিল।

আচ্ছা আরেকটা ব্যাপার, বোকাও জানে, সাপের লেজে পাড়া দিতে হয় না বা বাঘকে আহত করতে হয় না, করলে পরিনতী ভয়াবহ। তাই আপনার কথামত ধরে নিলাম, হাসিনা তাপসের গ্রাজ সেনাবাহিনীর উপর, তাহলে বি ডি আর এর ভিতর ৫৭ জন অফিসারকে হত্যা করা তো সাপের লেজে পাড়া দেওয়ার মত বোকামি হয়ে গেল না! সেনাবাহিনীর ৫০০০ অফিসার এর মধ্যে ৫৭ জন তো ১%, খুবই নগন্য অংশ। এ যেন, 'সাপও মড়লনা, কিন্তু লাঠিও ভাংল, অবস্থা।

সেনাবাহিনী'র সর্বনাশ করাই যদি হাসিনা তাপসের প্রধান উদ্দেশ্য হত, তা হলে, হাসিনা ও তাপসের তো আর্মির মধ্যেই আরেকটা সিপাহী বিদ্রোহ ঘটানো অনেক বেশী যুক্তিযুক্ত ও ফলদায়ক হতো। আর আর্মিতে, সিপাহী বিদ্রোহ নতুন কিছু নয়!

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল, এই সহজ হিসাবটা হাসিনা তাপস তো দুরের কথা, এমনকি আপনার থিয়রি অনুযায়ী, মূল পরিকল্পনাকারী 'র' বা 'মোসাদ'এর মাথায় ও ঢুকলো না! এখানেও আপনার হিসাব তো ঠিক মিললো না!

আসলে ব্যাপারটাকি জানেন! এর ই মধ্যে ৩৫ বছর পার হয়ে গ্যাছে, পৃথিবী অনেক বদলে গ্যাছে। এখন হাসিনার সাথে আমেরিকা এবং সেনাবাহিনীর সম্পর্ক খুবই ভালো।

সন্দেশ (নতুন খবর)! আপনি আমেরিকার কোন এক ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, 'জয়' হাসিনাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল"। আপনি কিন্তু মিডিয়ার নাম কেন মুখে আনেন নাই তা ঠিক বুঝতে পারলাম না (কারন, মিডিয়া তো আপনার ভাসূর হতে পারেনা)! প্লীজ বলুন, আমরা একটু যাচাই করে দেখি, আপনি ও আপনার সোর্স কতটা ক্রেডিবল!

আপনি ডানে বামে, কাউকে রেহাই দিচ্ছেন না! বাহাউদ্দিন নাসিমের খালাতো ভাই এই অজুহাতে, ততকালীন র‍্যাব এর এ ডি জি কর্নেল রেজানুর কে ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িয়ে ফেলেছেন! গভ ল্যাব এর ছাত্র রেজানুর আমার বন্ধুর ভাই, তাকে আমি ভাল করেই চিনি। এইভাবে জড়ালে, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষকেই সবকিছুতে জড়ানো যায়। যেমন। বঙ্গবন্ধুর খুনী মেজর নুর, শেখ কামালের ঘনিষ্ট বন্ধু ছিল, ১৯৭১ সালে, দুই জন একত্রে জেনারেল ওসমানীর এ ডি সি'র দ্বায়িত্ব পালন করেন। আপনার যুক্তি অনুযায়ী মেজর নুর এর ষড়যন্ত্র ফাস করে, শেখ কামালকে রক্ষা করার কথা ছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে বা শেখ কামালকে হত্যা করতে, তার হাত একটুও কাপেনি! তাই আপনার এই যুক্তি গ্রহনযোগ্য নয়।

All along, your article reminds me, one Egyptian proverb, 'You see what you want to see'.

আপনার বিশ্লেষনে আপনি বার বার বিভিন্ন সোর্স এর কথা, যেমন জিগাতলার আতাউর এবং আরও অনেক নাম উল্লেখ করেছেন। এই সোর্স গুলি কতটা ক্রেডিবল বা আদৌ সত্যি কিনা তা জানার কোন উপায় নেই। আপনার সোর্স, 'দস্যু বনহুর' এর কৌশলের কথা মনে করিয়ে দেয়, যেই কৌশলের বিষদ বিবরন কোণ দিন দেওয়া হয় নাই!

মজার ব্যাপার কি জানেন? আপনি নিজের পরিচয় গোপন করার চেষ্টা করেছেন, আবার উল্লেখ করেছেন যে আপনার লেঃ কর্নেল ছেলে, ২৫ ফেব্রুয়ারী সেনাসদরে কর্মরত অবস্থায় কুমিল্লায় যাওয়ার কথা ছিল। বাংলাদেশের কয়জন অবঃ ব্রিগেডিয়ার এর ছেলে, লে কর্নেল হিসাবে ২৫ ফেব্রুয়ারী সেনাসদরে কর্মরত থাকতে পারে এবং কুমিল্লায় যাওয়ার কথা ছিল, এই সূত্র ধরে, খুব সহজেই আপনার এবং আপনার ছেলের পরিচয় বের করা যায়!

আমি বিশ্বাস করি না, আপনি এত বোকা যে, জেনেশুনে আপনার ছেলেকে বর্তমান সরকারের কুনজরে ফেলবেন! আপনি নিজের লেখাকে বিশ্বাস যোগ্য করে তুলতে, নিজেকে দেশপ্রেমিক ও সৎ প্রমান করার জন্য, বরাবরের মতোই দক্ষ হাতে সত্যের সাথে মিথ্যা, সরি, মিথ্যার সাথে সত্য মিশিয়েছেন। আমার এই মূহুর্তে ফরাসী দার্শনিক জ্যা পল সার্ত্রের কথা মনে পড়ছে;

Je Paul Satre, once said, you can fool all people for some time, some people for all the time but can not full all people for all the time.

এরই মধ্যে একাধিকবার প্রমান হয়েছে আপনি সত্য'র সাথে মিথ্যা মিশিয়েছেন। যে কোন বক্তব্য, হয় সত্য না হয় মিথ্যা। অল্প মিথ্যা বলে কিছু নেই। Like, either some one is pregnant or not, there is no such thing called little bit pregnant!

আমি আপনার মত রিটায়ার্ড না, তাই হাতে অফুরন্ত সময় নেই। আর আপনার সম্পুর্ন লেখা পরার মত আগ্রহ'ও নাই। তবে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে, আপনার কল্পনা শক্তি অসাধারন, সত্য ঘটনা অবলম্বনে গল্প লেখায় আপনার দক্ষতা সন্দেহাতীত। আমাদের দেশে আপনার গল্প সত্যি বলে বিশ্বাস করার মত অনেক লোক আছে। আপনি 'সেবা প্রকাশনী' র সাথে যোগাযোগ করলে, মনে হয়, তারা আপনাকে লুফে নিবে।"

প্রিয় পাঠক, আমি আপনাদের কিছু ক্লু, চিন্তার খোরাক হিসাবে দিচ্ছি। দেখা যাক, বের করতে পারেন নাকি, কে এই ব্রিগেডিয়ারের (অবঃ)?

ব্রিগেডিয়ারের (অবঃ), আপনার লেখার ষ্টাইল, দৃষ্টিকোণ, সামরিক বাহিনীর সম্পর্কে ধারনা থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না যে আপনি সেনাবাহিনীতে ছিলেন। বর্তমান সরকারের আমলে সেনাবাহিনী থেকে বাধ্যতামুলক অবসর প্রদানের পর, আপনি 'প্রিয় ডট কম' এ একই ধরনের একটি (মিথ্যা সত্যের মিশ্রনে) ইংরেজী আর্টিকেল লিখেছিলেন। আপনার বাবা একজন যূদ্ধাপরাধী, যার নাগরিকত্ত্ব বাতিল করা হয়েছিল। আপনার আধা ঘণ্টা থিয়রির সাথে, আপনার বাবার সাগরেদ, মতিউর রহমান নিজামীর থিয়রির অদ্ভুত মিল লক্ষ করা যায়।

আমার মতামতঃ বি ডি আর এর ঘটনার জন্য, ৭৫ ও ৮১ র মত, ইন্টিলিজেন্স এর চরম ব্যার্থতাই মূলত দায়ী। অধিকাংশ অফিসার'ই প্রথম এক ঘন্টার মধ্যে নিহত হন, কোন সেনা অভিযানেই, তাদের জীবন রক্ষা করা সম্ভব হতো না। আমি মনে করি, জেনারেল মঈন এর কাপুরুষতা ও সিদ্ধান্থীনতাই অতিরিক্ত সময় ক্ষেপনের জন্য প্রধানত দায়ী (১৫ আগষ্ট, ৭৫ এ জেঃ সফিউল্লাহ এক ই দোষে দোষী)।

বিদ্রোহ দমনে, মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে আর্টিলারী'র সাহায্য নেওয়া যেত বা বিমান বাহিনীর সাহায্য নেওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু আমাদের রাডার গাইডেড আর্টিলারী বা লেজার গাইডেড স্মার্ট বম্ব না থাকাতে সার্জিকাল ফায়ার বা বম্বিং সম্ভব ছিল না। পিলখানার মত ঘন জনবসতি পূর্ন এলাকার মধ্যে 'ডাম' আর্টিলারী ফায়ার বা বম্বিং হলে, শুধু তাতেই, কয়েক হাজার না হলেও অন্তত কয়েক শত সাধারন মানুষ মারা

যেত। আর বি ডি আর এর ভিতর থেকে নিক্ষিপ্ত গোলাগুলিতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান এর চেয়ে অনেক বেশী হতো কারন তারা আবাসিক এলাকার দিকে দ্বায়িত্বহীণ ভাবে গোলাগুলি করত।

শুধু মাত্র আর্মার (ট্যাংক) এর সাহায্যে কার্যকর ভাবে, ক্ষয়ক্ষতির পরিমান কম রেখে বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব ছিল। ট্যাংক আনার পেছনে, বিলম্বের কারন হিসাবে আমি মনে করি বর্তমান সরকার এর মধ্যে কিছু সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন। ঢাকা শহরে এর আগে তিন তিন বার ট্যাংক এসেছিল। ১৫ আগষ্ট, ৭ নভেম্বর এবং ১৯৯৬ সালে নির্বাচনের ঠিক আগে ততকালীন বি এন পি'র রাষ্ট্রপতি বিশ্বাসকে রক্ষা করার জন্য। এই তিন তিন বারই ট্যাংক এর ভুমিকা ছিল সরাসরি আওয়ামী লিগের বিরুদ্ধে। তাই ক্ষমতায় সুদৃড় ভাবে বসার আগেই, হূট করে ঢাকা শহরে ট্যাংক আনার ব্যাপারে বর্তমান সরকার এর মধ্যে কিছু সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করার দরকার ছিল।

তাই দেখা যায়, ২৫ ফেব্রুয়ারী বিকালের পর থেকে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় নিয়োজিত বাহিনীর কাছে এন্টি ট্যাংক গান দেওয়া হয় এবং ২৬ ফেব্রুয়ারী সকালের মধ্যেই তার নিরাপত্তা অনেক আপগ্রেইড করা হয় (২৭ ফেব্রুয়ারী'র জাতীয় দৈনিক দেখুন)।

শুধু মাত্র, তারপরেই, সাভার ক্যান্টনমেন্ট থেকে ঢাকায় ট্যাংক আনা হয়েছিল ২৬ ফেব্রুয়ারী দুপুরে। কোন আর্মার ইউনিট ঢাকা ক্যান্ট এ থাকে না, তা আমার মত আপনি ও জানেন(যমূনার পূর্বপারে, ট্যাংক থাকে সাভার ও ঘাটাইলএ)।

উল্লেখযোগ্য ভূলঃ
১।প্রধান মন্ত্রীর সাথে আলোচনা চলাকালীন পিলখানার অভ্যন্তরে বন্দীদের সাথে কথা না বলা ছিল অমার্জনীয় অপরাধ। যে কোন বন্দী আলচনার প্রথম শর্ত হচ্ছে বন্দীদের সাথে কথা বলে নিশ্চিত হওয়া যে বন্দীরা জীবিত ও সুস্থ আছে।

২।বি ডি আর ঘেরাও করে রাখা উচিত ছিল যাতে করে কেউ পালাতে না পারে।

নানক ও আজমের ভূমিকা খুবই সন্দেহ জনক। আমার ধারনা তারা প্রধান মন্ত্রীর কাছে সত্য গোপন এবং সম্ভবত প্রধান মন্ত্রীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। এই ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা আওয়ামী লিগে নতুন কিছু নয়।

তবে আমি কখোনই মনে করিনা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্যাপারটা জানতেন এবং জানার পর ও কিছু করেন নাই। কারন এই ঘটনায় বর্তমান সরকার'ই সবচেয়ে বেশী ক্ষতি ও সমস্যার সম্মুখীণ হয়েছেন

দেশ ও জ়তির স্বার্থেই এই নারকীয় হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত সকলের দ্রুত বিচার ও কঠিনতম শাস্তি হওয়া উচিত।

আমার আগের লেখা ‘প্রিয় মামুন এবং হায়দার হোসেন’ লেখাটি পড়ে কয়েকজন ই-মেইল করে জানতে চেয়েছিলেন, ৭৫ এর ঘটনা উল্লেখ করার কি কোন দরকার ছিল?

১৯৭১ এর পর, ৭৫ আমাদের জাতীয় জ়ীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বছর। এই বছর তিন তিনটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল, যার প্রভাব আমাদের জাতীয় জীবণে আপরিসীম। বংগবন্ধু হত্যা, বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে মেধাবী,সৎ ও দক্ষ রাজনীতিবিদ তাজউদ্দিন আহমেদ সহ জেলহত্যা এবং ৭ নভেম্বর।

৭ নভেম্বর’এ ঠিক বি ডি আর পিলখানা হত্যাযজ্ঞের প্রথম সংস্করনে, তিন বীর মুক্তিযোদ্ধা খালেদ মোশাররফ, নাজমুল হুদা ও হায়দার সহ কমপক্ষে আরও আটজন সামরিক কর্মকরতা (একজন আর্মি লেডী ডক্টর, লে কর্নেল পদবীর) ও গুলশানে বীর মুক্তিযোদ্ধা সেক্টর কমান্ডার আবু ওসমান চৌধুরীর স্ত্রী সহ রামপুরায় বাংলাদেশ টেলিভিশনের চার কর্মকতা কে হত্যা করা হয়।

দুঃখের বিষয়, যা আমরা সবাই জানি, অনেক বছর, উল্লেখিত কোন হত্যাকান্ডের বিচার হওয়া তো দূরের কথা, বরং ৭ নভেম্বর (যা ছিল বি ডি আর পিলখানা হত্যাযজ্ঞের প্রথম সংস্করন) এর নাম দেয়া হয়েছিল ‘সিপাহী বিদ্রোহ’ এবং সরকারী ছুটি দেওয়া হতো এই হত্যাযজ্ঞের দিনে!

বিভিন্ন প্রসংগে তাই, ৭১ এর মত, ৭৫ ও, বার বার ঘুরে আসতে বাধ্য।

ভ্রম সংশোধনঃ মামুন (কর্নেল এলাহী) ২৫ ফেব্রুয়ারী রংপুর এর নয়, দিনাজপুর এর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। আর লেঃ কর্নেল আকিল এর আসল নাম হল, লেঃ কর্নেল এনায়েত।

নাজমুল আহসান শেখ, প্রকৌশলী, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, মার্চ ২০১০, সিডনী
victory1971@gmail.com